আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ

মূল (আরবী)

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম

ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পিএইচডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ

অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান

আল-ফিকহ এ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

অনুবাদক পরিচিতি

ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন ধনুসাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দিকুর রহমান মজুমদার। মায়ের নাম ফয়েজুন্নেসা খানম। সরকারী মাদরাসা-ই আলীয়া ঢাকা হতে ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তারপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স, মাস্টার্স, এম-ফিল ও পি এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। লেখকের এম-ফিল থিসিসের শিরোনাম ছিলো 'আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস' (প্রাচীন ও আধুনিক শির্ক), যা সৌদি আরবস্থ 'মাকতাবাতুর রুশদ' হতে (আরবী ভাষায়) তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এটি মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তার পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ ছিলো 'আল-হিন্দুসিয়্যাহ ওয়া তাআসসুরু বা'দ্বিল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাতি বিহা' (হিন্দু ধর্ম ও তার দ্বারা প্রভাবিত ইসলামী উপদলসমূহ)। আরবী ভাষায় হিন্দু ধর্মের ওপর এটিই প্রথম পি এইচ.ডি থিসিস, যা সৌদি আরবস্থ 'দারুল আওরাক্ব আস-সাক্বাফিয়্যাহ', জিদ্দা থেকে (আরবী ভাষায়) তিন খণ্ডে প্রকাশিত এবং আরববিশ্বে বহুল প্রচলিত।

প্রফেসর ড. যাকারিয়া ইতোমধ্যে বেশকিছু আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধসহ অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি 'আল কুরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর' নামে কুরআনের বৃহৎ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, যা কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং প্রেস সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত। তার অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক।

বর্তমানে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'র আইন ও শরী'আহ অনুষদভুক্ত আল-ফিকহ এ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। একই সঙ্গে দীনী দাওয়াত ও ইলম চর্চায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন।

শাইখুল ইসলাম আহমাদ
ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত জীবনী

পূর্ণ নাম: তাকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল কাশেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তাইমিয়্যাহ আল হাররানি। (জন্ম ১০ রবিউল আউয়াল, ৬৬১ হিজরী)

তিনি ছিলেন অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য প্রায় যাবতীয় জ্ঞানের পুরোধা। আঠারো বছর বয়সেই ফতোয়া দানের অনুমতি লাভ করেন। একুশ বছর বয়সে শাইখুল হাদীস উপাধী লাভ। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন উঁচু পর্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন। জামে' উমাওয়ীতে তাফসীর পেশ করতেন। ইবনে তাইমিয়্যাহ'র জ্ঞান, মর্যাদা ও পরহেযগারীর সাক্ষী দিয়েছেন যথাক্রমে আহমাদ ফাদলুল্লাহ আল-উমারী, ইবনে আসাকির, ইবরাহীম আর-রাক্কী, ইবনুয যামলেকানী, আলাউদ্দীন বুসতামী, বাযযার, ইবনু দাকীকুল 'ঈদ, ইবনে সাইয়িদিন নাস, হাফেয আল-মিযযী, আবু হাইয়্যান, ইবনুল ওয়ারদী, ইমাম যাহাবী, শাইখ আহমাদ আল-ওয়াসেত্বী, ইবনু কাসীর, ইবনুল কাইয়্যেম, ইবনু রাজাব, ইবনু হাজার, ইমাম বদরুদ্দীন আল-আইনী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মোল্লা আলী আল-ক্বারী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীসহ অনেকেই।

ইবাদত বন্দেগীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একজন সত্যনিষ্ঠ সালাফি আলেম, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও যুক্তিবিদ ছিলেন। তিনি ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের উসুলের অনুসরণ করলেও মূলত স্বাধীন মত প্রকাশকারী মুজতাহিদ ছিলেন। ইবনে কুদামার পাশাপাশি তার অনুসারীরা তাকে হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করেন। তাদের দুজনকে একত্রে 'দুই শাইখ' ও ইবনে তাইমিয়্যাহকে আলাদাভাবে শাইখুল ইসলাম বলে সম্বোধন করা হয়। ইবনে তাইমিয়্যাহ কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রাথমিক যুগের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়ার কারণে তিনি বেশি আলোচিত। তাতারীরা এ সময় ইসলাম গ্রহণ করলেও ইসলামী শরী'আর অনুসরণ না করায় তিনি তাদের অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাতিলপন্থী পীর-ফকীরদের মোকাবিলা করেছেন।

কালাম শাস্ত্রবিদদের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন। হুলুল, ইত্তেহাদ ও ওয়াহদাতুল ওজুদকে কুফুরী মতবাদ বলে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। সর্বোপরী তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম, সত্যনিষ্ঠ তাবে'ঈগণ, ইমামগণের আকিদা বিশ্বাসকে প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন, এর জন্য সার্বিক নির্যাতন ভোগ করেছেন।

তিনি ৫০০-এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর একাধিক রচনা বিদ্যমান। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১. মাজমু' আল-ফাতাওয়া (ইবনে তাইমিয়্যাহ'র প্রদানকৃত ফাতাওয়ার বড় একটি সঙ্কলন) মোট সাইত্রিশ খণ্ড। ২. মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববীয়্যাহ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পথ, যা শিয়াদের বিরুদ্ধে রচিত) এগারো খণ্ড। ৩. আল-আকিদা আল-ওয়াসিত্বিয়্যাহ, যা আকিদাহ বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ। ৪. আল-জাওয়াব আল-সাহীহ লি-মান বাদ্দালা দীন আল-মাসিহ (এমন লোকদের প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়া যারা মসীহের দীনকে দূষিত করেছে; খ্রিস্টধর্মের প্রতি একজন মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকের প্রতিক্রিয়া)– তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বা খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে গ্রন্থ। সাত খণ্ড। ৫. দারউ তা'আরুদ আল-আকল ওয়ান-নাকল (বিবেক ও দীনী ভাষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দূরীকরণ) এগারো খণ্ড। ৬. আল-আকিদাহ আল-হামাবিয়্যাহ ৭. আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী) দুই খণ্ড। ৮. কিতাবুল ঈমান ৯. আস-সারিম আল-মাসলুল 'আলা শাতিম আর-রাসূল (রাসূলের অপমানকারীদের বিরুদ্ধে টানা তলোয়ার) ১০. ফাতাওয়া আল-কুবরা আল-মিসরিয়্যাহ, ১১. আর-রাদ্দ 'আলা আল-মানতিকিয়্যিন (তার্কিকদের ওপর রদ করা), ১২. নাকদ আত-তাসীস (তথাকথিত বিবেকবাদীদের দলীল খণ্ডন), ১৩. আল-উবুদিয়্যাহ, ১৪. ইকতিদা আস-সিরাতুল মুস্তাকিম (সোজা পথের অনুসরণ), ১৫. আল-সিয়াসা আল-শার'ইয়্যাহ (শরী'আত অনুযায়ী শাসনের বই), ১৬. আত-তাওয়াসসুল ওয়াল-ওয়াসিলা, ১৭. শারহে ফুতুহ আল-গাইব (আব্দুল কাদির জিলানি রাহিমাহুল্লাহ রচিত ফুতুহ আল-গাইবের ভাষ্য) ১৮. আল-হিসবা ফিল ইসলাম (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ বিষয়ক গ্রন্থ) ১৯. মাজমু'আতুর রাসাইলিল কুবরা (২৮টি নিবন্ধের সমষ্টি) দুই খণ্ড। ২০. মুকাদ্দিমাতুত তাফসীর ইত্যাদি।

মৃত্যু: হিজরী ৭২৮ হিজরীতে তিনি মারা যান। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন ও তাঁকে সর্বোচ্চ উঁচু জান্নাত প্রদান করুন। আমীন।

সূচিপত্র

০	শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিকা	১১
০	তুহফাতুল 'আরূস গ্রন্থের লেখক শাইখ মাহমূদ মাহদী ইস্তাম্বূলি'র ভূমিকা	১৪
	সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে মাধ্যম নির্ধারণ বিষয়ে মানুষের শ্রেণিবিভাগ	১৫
০১	রাসূলগণের দীন প্রচার ও দাওয়াতের মাধ্যম	২৭
০২	রাসূলগণ কোনো প্রকার লাভ ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারেন না	৩৪
০৩	আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস	৪১
০৪	শরী'আত গর্হিত (নিষিদ্ধ) মাধ্যমসমূহ	৪৩
০৫	শরী'আত সমর্থিত শাফা'আত আর শরী'আত নিষিদ্ধ শাফা'আত	৫১
০৬	উপায়-উপকরণ গ্রহণের মাপকাঠি	৫৭
০৭	বৈধ দো'আ ও শাফা'আত	৫৮
০৮	কাউকে দো'আ করার জন্য আহ্বান জানালে কি নিয়্যত থাকতে হবে?	৬২
০৯	দীন ও দুনিয়ার নি'আমত	৬৪
১০	মাধ্যম ও শির্ক	৬৭
১১	ভয় কেবল আল্লাহ তা'আলাকেই করতে হবে	৭০
১২	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ যথাযতভাবে বাস্তবায়ন করে গেছেন	৭৩
১৩	বৈধ কার্যকারণ ও অবৈধ কার্যকারণ	৭৭
১৪	কার্যকারণ নির্ধারণের ব্যাপারে তিনটি বিষয়	৭৮

শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিকা

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাচ্ছি, তাঁর কাছেই ক্ষমা চাচ্ছি। আর আমরা আমাদের আত্মার অনিষ্টতা ও কর্মের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিচ্ছি। যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ার কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ, যার কোনো শরীক নেই, তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য-ইলাহ নেই আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল।

অতঃপর,

আমি اَلْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْـحَقِّ وَالْـخَلْقِ (আল্লাহকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ) এ পুস্তিকাটি বেশ কিছু আগেই দেখতে পেয়েছি। আমি এর দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছি। বিশেষ করে তাওহীদের আকীদার বিষয়ে। আমি এ পুস্তিকাটিকে সুফী মতবাদে বিশ্বাসী একজন পীর সাহেবকে দেখার জন্য প্রদান করি। তিনি তখন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ কর্তৃক দলীল হিসেবে উপস্থাপনকৃত কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত-

﴿قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ﴾

æবলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা

কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা, তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' নির্ভরকারীগণ তাঁর ওপরই নির্ভর করে।" [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৩৮]-এর ওপর টীকা দিয়ে লিখেন,

'তাহলে মুসা আলাইহিস সালামের কাওম কর্তৃক তাদের নবীকে বলা নিম্নোক্ত বাণীর কী জবাব দিবেন? যেখানে এসেছে,

﴿لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾

æযদি তুমি আমাদের থেকে শাস্তি দূর করে দিতে পারো তবে আমরা তো তোমার ওপর ঈমান আনবোই।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১৩৪]

তারা কি শির্ক করেছে?

একজন পীর সাহেব কর্তৃক এ আয়াত দিয়ে দলীল প্রদানে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। কারণ, তা কোনো জ্ঞান নির্ভর কথা নয়।

আমরা উক্ত পীর সাহেবের সে সন্দেহের উত্তরে বলবো-

১. তারা ঈমানদার ছিলো না। কারণ, তারা বলেছিলো, æঅবশ্যই আমরা ঈমান আনবো।"

২. এসব কাফের যারা এ কথা বলেছিলো, তারাও মূলত তাদের নবীকে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেয়ে তাদের মুসিবত দূর করানোর অনুরোধ করেছিলো। কারণ, অন্য আয়াতে সেটার তাফসীর রয়েছে, যেখানে এসেছে,

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ﴾

æআমরা যখনই তাদের ওপর থেকে শাস্তি দূর করে দিতাম।" [সূরা ৭; আ'রাফ: ১৩৫]

তুহফাতুল 'আরূস' গ্রন্থের লেখক
শাইখ মাহমূদ মাহদী ইস্তাম্বূলি'র
ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাচ্ছি। আর তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের মন্দ কৃতকর্ম এবং আত্মার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মা'বূদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম মানার ব্যাপারটা অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়। পরিতাপের বিষয় যে, অনেক মুসলিমই এ সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা রাখে না। ফলে আমরা আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি, যে সাহায্য করার কথা তিনি কুরআনুল কারীমে তাঁর কাছে আশ্রয় কামনা এবং তাঁর শরী'আতের অনুসরণ করার শর্তে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

æআর মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" [সূরা ৩০; রূম ৪৭]

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

æযদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগলে স্থিতি দিবেন।" [সূরা ৪৭; মুহাম্মাদ ৭]

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

æআল্লাহর জন্যই যাবতীয় সম্মান, আর তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য।" [সূরা ৬৩; মুনাফিকূন ৮]

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

æতোমরা দুর্বল হয়ো না এবং তোমরা পেরেশান করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা ঈমানদার হও।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ১৩৯]

সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে মাধ্যম নির্ধারণ বিষয়ে মানুষের শ্রেণিবিভাগ

সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে মাধ্যম বলতে কী বুঝায়, এ ব্যাপারে মানুষ নিম্নোক্ত তিনটি দলে বিভক্ত।

প্রথম দল

যারা শরী'আত প্রণেতা হিসেবে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মানতে নারায, বরং তারা দাবী করছে (আর কতো জঘন্যই না তাদের এ দাবী) যে, শরী'আত শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য। উপরন্ত তারা এ শরী'আতকে 'ইলমে যাহির' বা প্রকাশ্য বিদ্যা হিসেবে নামকরণ করেছে, তারা তাদের ইবাদাতের ক্ষেত্রে কতক বাজে চিন্তা-ধারণা ও কুসংস্কারকে গ্রহণ করে 'ইলমে বাতেন' বা গোপন বিদ্যা নামে চালু করেছে, আর এর দ্বারা যা অর্জিত হয় তার নাম দিয়েছে কাশ্‌ফ। মূলত তাদের এই কাশ্‌ফ ইবলিশী কুমন্ত্রণা আর শয়তানী মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, এটা ইসলামের সাধারণ মূলনীতির পরিপন্থী। এ ব্যাপারে তাদের দলগত শ্লোগান হলো, একথা আমার মন আমার রব থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছে।

এতে করে তারা শরী'আতের আলেমদের সাথে ঠাট্টা করছে এবং এই বলে দোষারোপ করছে যে, তোমরা তোমাদের বিদ্যা

অর্জন করছো ধারাবাহিকভাবে মৃতদের থেকে, আর তারা তাদের বিদ্যা সরাসরি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী রবের কাছ থেকে অর্জন করছে।

দ্বিতীয় দল

যারা মাধ্যম সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে, আর মাধ্যমের ভুল ব্যাখ্যা করে এর উপর এমন কিছু জিনিস চাপিয়েছে, যা চাপানো কখনও অনুমোদিত নয়।

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবী ও নেককার ব্যক্তিবর্গকে এমনভাবে মাধ্যম মানতে শুরু করেছে যে, তাদের বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলা কারও কোনো আমল এদের মাধ্যম হয়ে না আসলে কবুল করবেন না; কারণ, এরাই হচ্ছে তাঁর কাছে যাওয়ার মাধ্যম (নাউজুবিল্লাহ)। এতে করে তারা আল্লাহ তা'আলাকে এমন সব অত্যাচারী বাদশাহদের বিশেষণে বিশেষিত করেছে যারা তাদের প্রাসাদে প্রচুর দারোয়ান নিযুক্ত করে রেখেছে; যাতে করে কোনো শক্তিশালী মাধ্যম ছাড়া কেউ যেনো তাদের কাছে পৌঁছতে সক্ষম না হয়।

অথচ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

æযখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন (বলুন) আমি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং, তারা যেনো আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপরই ঈমান আনে; যাতে করে তারা সৎপথ লাভ করে।" [সূরা ২; বাকারাহ ১৮৬]

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর সাথে পূর্বে বর্ণিত লোকদের বিশ্বাসের কি কোনো সংগতি আছে?

তৃতীয় দল

যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম বলতে বুঝেছেন রিসালাতকে শক্ত হাতে ধারণ করা, যার অর্থ হলো দীন প্রচার, শিক্ষাদান ও দীনের প্রশিক্ষণ। তারা এই রিসালাতের উচ্চ মর্যাদা এবং এর প্রতি মানবজাতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ফলে তারা শর'ঈ বিধান লাভের উদ্দেশ্যে এবং অহীর আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড় মাধ্যম এবং বৃহৎ অসীলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে তারা কুরআন অধ্যয়ন করেছেন তেমনিভাবে তারা রাসূলের পবিত্র জীবনী ও তাঁর সুন্নাত অধ্যয়ন করছেন। এতে তাদের শ্লোগান হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

﴿ ... قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُۥ سُبُلَ السَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে নূর এবং সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে, এর দ্বারা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পিছনে ধাবিত হয় আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত প্রদান করেন, আর তাদেরকে তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান এবং সরল সোজা পথে পরিচালিত করেন।" [সূরা ৫; মায়িদা ১৫-১৬]

এরাই হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল যাদের কথা পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং তাদেরকেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এ গ্রুপের পথ বিপদসংকুল ও কন্টকাকীর্ণ। কেননা, সত্যিকার ইসলাম আজ অপরিচিত হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ মুসলিম এর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা এ দীনকে বিদ'আত ও মনগড়া রেওয়াজ- রসমে পরিবর্তন করে নিয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

æবলুন, আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, সালাম তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি, আল্লাহ তা'আলা কি শ্রেষ্ঠ, না সেসব সত্তা যাদেরকে তারা তার সাথে শরীক সাব্যস্ত করছে?" [সূরা ২৭; নামল ৫৯]

আলোচ্য প্রবন্ধে এমন দু'জন লোকের বিতর্ক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যাদের একজন বলেছেন, আমাদের এবং আল্লাহর মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করা অবশ্যম্ভাবী; কারণ, আমরা এ ছাড়া আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারবো না। এ বক্তব্যের উত্তর হিসেবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ নিচের বিশদ আলোচনাটি পেশ করেন।

রাসূলগণ দীন প্রচার ও দাওয়াতের মাধ্যম

সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

যদি ঐ লোকটি, যে বলেছে, 'আমাদেরকে অবশ্যই মাধ্যম মানতে হবে' একথা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নেয় যে, আমাদেরকে অবশ্যই এমন মাধ্যম ধরতে হবে যারা আমাদের নিকট আল্লাহর দীন প্রচার করবে তাহলে তার একথা হক ও যথার্থ। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা, তাঁর আদেশ, নির্দেশ, তাঁর ওলীদের জন্য যে সম্মান এবং তার শত্রুদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা তিনি করেছেন, সৃষ্টিজগত সরাসরি তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। একইভাবে তারা এটাও জানে না যে, আল্লাহ তা'আলার কী কী ভালো নাম ও মহৎ গুণাবলী থাকতে পারে যেগুলোর গুঢ় রহস্য বিবেক নির্ধারণ করতে অপারগ। এ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই মাধ্যম হিসেবে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের ওপর নির্ভর করতে হবে।

সুতরাং, রাসূলের ওপর যারা ঈমান আনবে এবং তাদের অনুসরণ করবে তারাই সঠিক সরল পথের অধিকারী। তারাই আল্লাহর নিকট সুমহান মর্যাদা এবং ইহ ও পারলৌকিক সম্মান লাভে ধন্য হবে।

আর যারা রাসূলগণের বিরোধিতা করবে তারা হবে অভিশপ্ত। সঠিক পথ বিচ্যুত, তাদের প্রভুর দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأۡتِيَنَّكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٣٦﴾

æহে আদম সন্তান! যখন তোমাদের কাছে তোমাদের থেকে রাসূলগণ আসবেন, তারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলী) বর্ণনা করবেন, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং সঠিক পথে পরিচালিত হবে তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না, আর যারা আমাদের আয়াতে মিথ্যারোপ করবে এবং অহংকারবশত দূরে থাকবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী, সেখানেই তারা অনন্তকাল থাকবে।" [সূরা ৭; আ'রাফ ৩৫-৩৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ
هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ
اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾﴾

æতারপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোনো হিদায়াত (দিক-নির্দেশনা) আসবে তখন যারা আমার হিদায়াতকে গ্রহণ করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না, দুর্ভাগাও হবে না আর যারা আমার যিকির (স্মরণ) থেকে বিমুখ হবে তাদের জন্য থাকবে সংকীর্ণ জীবন। কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে অন্ধ অবস্থায় তার হাশর করবো, সে তখন বলবে, হে প্রভু আমাকে কেনো অন্ধ অবস্থায় হাশর করেছেন আমি তো দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলাম, উত্তরে (আল্লাহ) বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার নিকট (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহ এসেছিলো কিন্তু তুমি তা ছেড়ে বসেছিলে, ঠিক আজকের দিনে তোমাকেও ছেড়ে রাখা হবে।" [সূরা ২০; ত্বাহা ১২৩-১২৬] এখানে تُنسى শব্দের অর্থ 'ফেলে রাখা হবে'।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'যারা কুরআন পড়বে ও তার হিদায়াত মোতাবেক আমল করবে, আল্লাহ তার জন্য জামিন হলেন যে, দুনিয়াতে সে বিপথগামী হবে না, আর আখেরাতে সে দুর্ভাগাদের মাঝে পড়বে না।'

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে আরও বলেন,

﴿كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٞ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٞ ٨ قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٞ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ كَبِيرٖ ٩﴾

æযখনই কোনো একটি দলকে এতে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে তখনি তার দারোয়ানরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি ভয় প্রদর্শনকারী (রাসূল) আসেনি? উত্তরে তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলো কিন্তু আমরা তাদের ওপর মিথ্যারোপ করেছি, আর বলেছি, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো কেবল বড়ো রকমের গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছো।" [সূরা ৬৭; মুলক ৮-৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

æআর কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দল বেঁধে টেনে নেওয়া হবে। যখন তারা সেখানে আসবে তখন জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে, আর তার (জাহান্নামের) পাহারাদারগণ

তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের স্বজাতি থেকে রাসূলগণ এসে তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাননি এবং এই দিনের সাক্ষাতের ভয় দেখাননি? তারা উত্তরে বলবে, হ্যাঁ কিন্তু শাস্তি প্রদানের (নির্দেশ) কাফেরদের উপর যথার্থভাবে কার্যকরী হয়েছে।" [সূরা ৩৯; যুমার ৭১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾﴾

æআর আমরা রাসূলগণকে কেবল শুভসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপেই প্রেরণ করেছিলাম, ফলে যারা ঈমান এনেছে এবং সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে (ঈমান অনুসারে নিজেদের গঠন করেছে) তাদের কোনো ভয় ও পেরেশানী থাকবে না, আর যারা আমাদের আয়াতসমূহের ওপর মিথ্যারোপ করেছে, তাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তি তাদের স্পর্শ করবেই।" [সূরা ৬; আন'আম ৪৮-৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾ ۚ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾ ۚ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿١٦٥﴾﴾

æআমরা নূহ এবং তার পরবর্তী নবীগণের কাছে যেভাবে অহী প্রেরণ করেছি ঠিক তেমনিভাবে আপনার কাছেও অহী প্রেরণ করেছি; অনুরূপভাবে অহী প্রেরণ করেছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার সন্তান সন্ততিগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন, সুলাইমানের কাছে এবং দাঊদকে যাবুর কিতাব প্রদান করেছি, আর অনেক রাসূল রয়েছেন যাদের কথা আপনাকে বলেছি, আবার এমনও অনেক রাসূল আছেন যাদের কথা আপনার কাছে বিবৃত করিনি, আর আল্লাহ মুসার সাথে যথার্থরূপে কথোপকথন করেছেন। এই রাসূলগণ ভীতি প্রদর্শনকারী ও শুভসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে ছিলেন, যাতে করে রাসূল আসার পর মানুষ আল্লাহর বিপক্ষে (ঈমান না আনার ওপর কোনো) যুক্তির অবতারণা করতে না পারে।" [সূরা ৪; নিসা ১৬৩-১৬৫]

কুরআনুল কারীমে এ ধরনের আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

আর এ ব্যাপারে ইয়াহূদী, নাসারা এবং মুসলিম এ তিন জাতির সবাই একমত; কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে রাসূলগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর নির্দেশাবলী ও তাঁর সম্পর্কিত খবরাখবরের জন্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ﴾

æআল্লাহ ফিরিশতা ও মানবজাতিদের থেকে রাসূলগণকে নির্বাচিত করে থাকেন।" [সূরা ২২; হাজ্জ ৭৫]

যারা এ মাধ্যম মানতে অস্বীকার করবে তারা সকল জাতির (ইয়াহূদী, খ্রিস্টান এবং মুসলিম) ঐকমত্যে কাফির।

যে সকল সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে যেমন, সূরা আল-আন'আম, সূরা আল-আ'রাফ, আলিফ-লাম-রা, হা-মীম, ত্বা-সীন

ইত্যাদি সূরাগুলো মূলত দীনের মূলনীতিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যেমন আল্লাহ, রাসূল এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনার ওপর জোর দিয়েছে।

অনুরূপভাবে নবীগণকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন এবং কীভাবে তিনি তাদের ধ্বংস করেছেন, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের কীভাবে সাহায্য করেছেন সেগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তা বিবৃত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝١٧١ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝١٧٢ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝١٧٣﴾

æআর নিশ্চয় আমাদের বান্দা রাসূলগণের জন্য আমাদের বাণী পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, আর নিশ্চয় আমাদের বাহিনীই জয়ী হবে।" [সূরা ৩৭; সাফফাত ১৭১-১৭৩]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

æনিশ্চয় আমরা আমাদের রাসূল ও মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দানের জন্য দাঁড়াবে সেদিন সাহায্য করব।" [সূরা ৪০; গাফির ৫১]

সুতরাং, এ সকল মাধ্যমের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে এবং তাদেরকে আদর্শ হিসেবে মানতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

æআর আমরা রাসূলগণকে কেবল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আনুগত্য করার জন্যই প্রেরণ করেছি।" [সূরা ৪; নিসা ৬৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ﴾

æযে রাসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" [সূরা ৪; নিসা ৮০]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ﴾

æবলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ করো পরিণামে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" [সূরা ৩; আলে ইমরান ৩১]

﴿فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

æসুতরাং, যারা তার ওপর ঈমান আনবে ও তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং তার কাছে অবতীর্ণ নূরের (কুরআন) অনুসরণ করবে তারাই সফলকাম হবে।" [সূরা ৭; আ'রাফ ১৫৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾

æনিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করে।" [সূরা ৩৩; আহযাব ২১]